দৈনিক
ইত্তেফাক

23 JAN 2017

ড. মো. ফরহাদ হোসেন

শিক্ষার উন্নয়ন

পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তোলা কতটা যুক্তিসঙ্গত

আমি এমন অনেক মূল্যায়নকারীর খবর জানি, যারা তাদের স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে এমনকি নিকট পরিচিতজনদের সহযোগিতায় উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্রিয়া সমাপ্ত করেন

সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষার্থীদের নিকট শিক্ষা বোর্ড থেকে সরবরাহকৃত পাঠ্যপুস্তকে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বেশ লেখা-লেখি হচ্ছে। টেলিভিশনেও এসব নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা লক্ষ্য করছি। পাঠ্যপুস্তকে ত্রুটি-বিচ্যুতির ঘটনা অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক। ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো বিষয় পুরো পদ্ধতি কিংবা প্রশাসনকে অবজ্ঞা করা কিংবা তাদের চোখে ধূলো দিয়ে অথবা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে পুরো জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা সমালোচনাযোগ্য। এটা অনুমেয় যে, একটা পদ্ধতি কিংবা প্রশাসন অথবা সরকার ব্যবস্থাকে বিপদগামী করতে অথবা বিপাকে ফেলতে গুটিকয়েক ব্যক্তি যথেষ্ট। এমনকি সে ধরনের কাণ্ড দু'একজন দুষ্ট লোকও ঘটাতে পারে।

বক্ষমাণ নিবন্ধে আমি শিক্ষা ব্যবস্থার ঐ বিষয়ে আলোকপাত না করে একটু ভিন্ন বিষয় তুলে ধরতে চাইছি। প্রথমত, প্রাথমিক কিংবা জুনিয়র অথবা মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতি খাতা মূল্যায়ন পদ্ধতি ও ঐগুলোর ফলাফল নিয়ে কিছু অভিমত তুলে ধরতে চাই। ২০১৬ সালের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে অনেক জ্ঞানী-গুণী, দায়িত্বশীল বিদগ্ধজনেরা অনেক বক্তব্য দিয়েছেন, মন্তব্য করেছেন। আমি আমার ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরতে চাইছি। জেএসসি পরীক্ষার পর ঢাকা থেকে ধামরাইর মিনিবাসে ফুলবাড়ীয়া থেকে ক্যাম্পাসে আসছি। ঐ বাসে দেখলাম অনেকগুলো বস্তা এবং কয়েকজন মধ্য বয়সী নারী-পুরুষ, দেখে মনে হলো তারা লেখাপড়া জানা লোক। আমার পাশের সিটে বসা একজন ভদ্র মহিলা, আলাপচারিতায় জানতে পারলাম তিনি একজন স্কুল শিক্ষিকা এবং জেএসসি পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করতে নিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ বুঝতে পারলাম ঐ বস্তাগুলোতে পরীক্ষার খাতা ভর্তি মূল্যায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন স্কুলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহোদয়রা নিয়ে যাচ্ছেন। পরিচয়ের এক পর্যায়ে জানতে পারলাম, তাদের ক্ষোভ ভরা অভিব্যক্তি; এতোগুলো খাতা কি এভাবে নেওয়া যায়, তাও আবার অল্প পারিশ্রমিকে স্বল্প সময়ে ফেরত দিতে হবে। জানতে চাইলাম, প্রত্যেকের খাতার পরিমাণ ও মূল্যায়নের জন্য ধার্যকৃত সময়। তারা জানালেন চারশ/পাঁচশ খাতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সময় ১৫ থেকে ১৬ দিন। তাদের অভিমত, এসএসসি খাতা মূল্যায়নের জন্যও এই ধরনের সময় নির্ধারণ করে থাকে। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক জেনে এ বিষয়ে সম্ভব হলে কিছু বলার অথবা করার জন্য অনুরোধ জানালেন। আমি পরিসংখ্যানের একজন ছাত্র বিধায় বিষয়টি আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। যে উত্তরপত্রটি একজন ছাত্র তিন ঘণ্টা (৩x৬০=১৮০ মিনিট) ব্যাপী বসে বসে লিখে, সে খাতাটি ভালো করে পড়ে এর সমস্ত ভুলত্রুটি নির্ণয় করে মূল্যায়ন করতে ছাত্রটির লেখার দশভাগের একভাগ সময়ও যদি ধার্য করা হয় তাহলে কম করে হলেও ১৮ মিনিট সময় লাগার কথা। তারপর তা গণনা করে টপশিটে লিখে কোড শিটে কোড করতে ও রোল নম্বর কোড করতে কমপক্ষে দু'মিনিট অর্থাৎ প্রতিটি খাতার পিছনে একজন মূল্যায়নকারীকে কমপক্ষে ২০ মিনিট সময় ব্যয় করতে হবে যথাযথ মূল্যায়নের জন্য। তাহলে একজন আদর্শ মূল্যায়নকারী প্রতি ঘণ্টায় তিনটি খাতা মূল্যায়ন করতে পারবেন। অন্যথায় আমার দৃষ্টিতে ঐ উত্তরপত্রখানা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মূল্যায়ন সম্ভব নয়। মূল্যায়নকারী যেহেতু স্কুল-কলেজের শিক্ষক, সেহেতু তাদের দৈনন্দিন কাজ যেমন- ক্লাস নেওয়া, ব্যক্তিগত কাজ করা পারিবারিক কাজকর্ম ইত্যাদি কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাদের খাতা মূল্যায়ন করতে হয়। দৈনিক একজন শিক্ষকের ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা ঘুমানো, খাওয়া-দাওয়া, গোছল করা, ধর্মীয় আচার (পাঁচ বেলা অজু-নামাজ পড়া) পারিবারিক অন্যান্য কাজ করা, বাজার করা ইত্যাদির জন্য আরো ঘণ্টা পাঁচেক, স্কুলে সকাল ৯ টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত ৭ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন ক্লাস নেওয়া, অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার ৬+৫+৭ মোট ১৮ ঘণ্টা ব্যয় করতেই হবে। অবশিষ্ট থাকে ৬ ঘণ্টা, ঐ ৬ ঘণ্টা এক নাগাড়ে খাতা মূল্যায়ন করলে মনোযোগ বিনষ্ট হবে তখন আর সঠিকভাবে খাতা মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে না। অতএব, এর মধ্যে আধা ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হবে। অর্থাৎ উত্তরপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বাছাই করে মূল্যায়ন করলে গড়ে দৈনিক ৩x৬ = ১৮টির বেশি খাতা মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। ধরে নিলাম কোনো কোনো শিক্ষক অত্যন্ত পারদর্শী, তিনি দৈনিক আরো তিন খানা বেশি উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে পারেন তা হলে ১০০ খানা উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে কমপক্ষে ৫ দিন সময় লাগবে। এর মধ্যে যদি ঐ মূল্যায়নকারী অথবা তার পারিবারিক কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনা না ঘটে (যেমন জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ইত্যাদি) এ সকল কিছু বাদ দিলে (যা বাস্তবে সকল মূল্যায়নকারীর ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই বাদ দেওয়া সম্ভব নয়, আমি শিক্ষক হিসেবে বিশ্বাসও করি না) অতএব, সুধী পাঠক ও সম্মানিত সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ, তাহলে কি করে একজন সুষ্ঠু, দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ন, নিয়মানুবর্তী সজ্জন মূল্যায়নকারীর পক্ষে ১৫/১৬ দিনে চারশ/পাঁচশ উত্তরপত্র সঠিক ও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব? আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে ঐ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহোদয় তার চাকরি রক্ষার্থে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মানা করতে কী পন্থা অনুসরণ করবেন, তা সহজেই অনুমেয়। কয়েক দিন পূর্বের পত্রিকায় এক খবরে জানা গেল, ভুল উত্তরেও নম্বর দেওয়া হয়েছে। সুধী পাঠক ও সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে ভুল উত্তরে নম্বর দেওয়া কি সম্ভব? আমি এ বিষয়ে বহু উত্তরপত্র মূল্যায়নকারী সম্মানিত শিক্ষক/শিক্ষিকার সঙ্গে আলোচনা করেছি। তাদের প্রশ্ন ছিল, স্যার আমরা কী করতে পারি? কোনোরকমে উত্তরপত্রের পাতা উল্টায়ে কখনো কখনো পাতাগুনে কখনো কখনো একটু বেশি দায়িত্বশীল হলে পাতার প্রথম লাইন মধ্যের একলাইন ও শেষের একলাইনে চোখ বুলিয়ে কখনো কখনো শুধু প্রথম অথবা শেষের ল্যাইনে চোখ বুলিয়ে, অংক বিষয়ক হলে শুধু চূড়ান্ত ফলাফল দেখে ইত্যাদি ইত্যাদি করে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হয়। আমি এমন অনেক মূল্যায়নকারীর খবর জানি, যারা তাদের স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে এমনকি নিকট পরিচিতজনদের সহযোগিতায় উত্তরপত্র মূল্যায়নের ক্রিয়া সমাপ্ত করেন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য থাকাকালীন তিন বছর ভর্তি প্রক্রিয়ার সার্বিক দায়িত্বে থাকার দরুন দেখেছি, যে ছাত্র-ছাত্রীরা জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসি পর্বের বিভিন্ন পরীক্ষায় তাদের রোলনম্বর কোডিং শিটে কোড করেছে তারাই ভর্তি পরীক্ষার কোডিং শিটে কমপক্ষে শতকরা একজন রোল নম্বরের ভুল কোড নম্বর দিয়েছে। ফলে সারারাত্র জেগে থেকে প্রতি অনুষদের প্রায় ২০ থেকে ২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মূল দরখাস্ত চেক করে তাদের রোল নম্বর উদ্ধার করে তা সঠিকভাবে এন্ট্রি করে ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। তারপরেও প্রতি অনুষদে ২০ থেকে ২৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মাঝে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ জনের সঠিক রোল নম্বর শত চেষ্টা করেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তা হলে কি করে এটা আমার নিকট বিশ্বাসযোগ্য হবে যে, একটা বোর্ডের ৯ থেকে ১২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দেওয়ার পর তাদের সবার রোল নম্বর সঠিকভাবে কোড করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত ফলাফলে তাদের যে রেজাল্টের গ্রেড দেখানো হয়েছে তা শতভাগ সঠিক? আমি শিক্ষাক্যারিকুলাম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া, না হওয়া ইত্যাদি কোনো বিষয়েই শ্রদ্ধেয় জাফর ইকবাল কিংবা বেতার-টিভির বিদগ্ধ আলোচকবৃন্দ অথবা বিভিন্ন সময়ে ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দের আন্দোলন, প্রতিবাদ মতামতকে টেনে আনছি না বা ঐগুলো বিবেচনায় না নিয়েই শুধু উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সময়ের উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত ফলাফলের হাল হকিকত কি হতে পারে তার খণ্ডচিত্র তুলে ধরতে সচেষ্ট হলাম।

অতএব, বোর্ড পরীক্ষায় সমবণ্টনের শতকরা ৯৫ ভাগ পাস কিংবা সাম্যবণ্টনের ৭০ থেকে ৮০ হাজার এ প্লাস পাওয়া ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ জাতি গঠনের পদক্ষেপ নিলে তা কতটা নির্ভরযোগ্য হবে তা সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাব। ভর্তি পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের দরুন শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে- এমন মন্তব্য থেকে আমি আপাতত বিরত থাকতে চাইছি। আমার একজন প্রাক্তন ছাত্র যিদি বিশ্ব ব্যাংকের এ সংক্রান্ত প্রকল্পের বাংলাদেশের (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার মানের উন্নতির অবনতির) পর্যালোচক, তিনি তার তথ্য অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করে যে গবেষণা প্রতিবেদনের ফলাফল আমাকে জানালেন তা সত্যি হতাশাজনক। আমি সেদিকে আলোকপাত করা থেকে আপাতত বিরত থাকছি। তবে বোর্ড পরীক্ষার ফলাফলে যে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত জ্ঞানার্জনের একমাত্র মাপকাঠির মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনায় নেওয়া যায় না এবং তা উচিতও নয় তাই ব্যক্ত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছি। অতএব, ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের মাত্রা নির্ধারণের জন্য অন্যসব কিছু ১০০ ভাগ সঠিক হলেও (তা সঠিক কিনা তা সংশ্লিষ্ট সকল/বিদগ্ধজনেরা নির্ণয় করবেন) উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি ও তার জন্য নির্ধারিত সময় কোনো অবস্থাতেই পর্যাপ্ত নয়, তা বলা যায়। উত্তরপত্র মূল্যায়নকৃত মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে দ্রুত (৬০ দিনের মধ্যে) ফলাফল প্রকাশ করে এ প্লাস, এ গ্রেড কিংবা শতকরা বিপুল পাসের হারের দরুন শিক্ষার উন্নয়নের পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলাটা কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা গভীরভাবে তলিয়ে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

● লেখক : অধ্যাপক ও প্রাক্তন প্রো-উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়